যুগান্তর

তারিখ 07 MAR 2012
পৃ 20 কলাম 6

সিন্ডিকেটে আলোচনা ছাড়াই প্রো-ভিসির ছেলেকে নিয়োগ

ঢাবিতে মধ্যরাতে 'ক্যু'

যুগান্তর রিপোর্ট

অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ ও ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদে ডিন নিয়োগে সৃষ্ট জটিলতার নাটকীয় অবসান হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদের ছেলেকে সিন্ডিকেটে আলোচনা ছাড়াই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. রেজাউল করিম মজুমদারের শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালনের মেয়াদ আরও ৯০ দিন বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক একক ক্ষমতা বলে এ সিদ্ধান্ত নেন বলে সভায় উপস্থিত সদস্যরা জানিয়েছেন। তারা বলেন, কোন ধরনের এজেন্ডা ছাড়াই হঠাৎ করে বিষয়টির অবতারণা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এক্ষেত্রে আলোচনার কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সাদা দলের সদস্যরা 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়েছেন। তারা এ ঘটনাকে 'মধ্যরাতের ক্যু' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সভা সূত্র জানায়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে দুটি লেকচারার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয় গত বছর। অন্যদের সঙ্গে ওই পদে প্রার্থী নিয়োগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

নিয়োগ : আলোচনা ছাড়াই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে আবেদন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদের ছেলে ইশতিয়াক রশিদ। এরপর গত বছরের নভেম্বরে নিয়োগের লক্ষ্যে সিলেকশন কমিটির সভা বসে। নিয়মানুযায়ী প্রো-ভিসির এতে সভাপতিত্ব করার কথা। কিন্তু নিজের ছেলের ব্যাপার হওয়ায় নৈতিক কারণে তিনি তা করেননি। ৫ সদস্যের মধ্যে ৪ জনের কমিটি ইশতিয়াক রশিদকে মনোনয়নের ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ২ জন পক্ষে ও দু'জন বিপক্ষে মতামত দেন। কাস্টিং ভোট না থাকায় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না করে তা সিন্ডিকেটের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। গত বছরের ১০ ডিসেম্বর সিন্ডিকেটের সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তি না করে আবার সিলেকশন কমিটিতে ফেরত পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, এক্ষেত্রে রীতি এবং বিধি হল নিষ্পত্তির জন্য এ ধরনের ইস্যু চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু অধ্যাদেশের সেই নীতি লঙ্ঘন করে আবার সিলেকশন কমিটিতে 'রেফার ব্যাক' (পুনরায় পর্যালোচনা) করা হয়। 'পর্যালোচনাধীন' বিষয় মঙ্গলবার রাতের সিন্ডিকেটে নিষ্পত্তি করা হয়। সিন্ডিকেটের নথিপত্রে দেখা যায়, ১৬টি এজেন্ডার মধ্যে এ বিষয়টি আলোচ্যভুক্তও ছিল না। রাত ১২টা ১০ মিনিটের দিকে সভা শেষ হওয়ার আগে ভিসি আকস্মিকভাবে ইস্যুটি উত্থাপন করেন। এক্ষেত্রে কোন আলোচনার সুযোগ না দিয়ে 'রিয়াজুল হোসেন' ও 'নিলাঞ্জনা পাল'কে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা সভাকে অবহিত করা হয়। তার আগে এ বিষয়ে আলোচনার কথা বলে প্রো-ভিসিকে সভাস্থল ত্যাগ করতে ভিসি অনুরোধ করলে তিনি (প্রো-ভিসি) সভাস্থল ত্যাগ করেন।

জানা গেছে, সভায় ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদে ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে ড. রেজাউল করিম মজুমদারের দায়িত্ব আরও ৯০ দিন বাড়ানো হয়। এর আগে তাকে আরও দু'দফা একইভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। সভা সূত্র জানায়, এ বিষয়টিও আলোচ্যভুক্ত ছিল না। কিন্তু ভিসি এটিও সভায় উত্থাপন করে একইভাবে পাস করিয়ে নেন। সভায় উপস্থিত বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের ৪ জন সদস্য আপত্তি তোলেন। একইসঙ্গে অধ্যাদেশ মেনে সরাসরি নির্বাচন দেয়ার দাবি তোলেন। কিন্তু তাদের সে কথা গ্রাহ্য না করে দায়িত্বের মেয়াদ বাড়ানো হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ওই ৪ সদস্য 'নোট অব ডিসেন্ট' প্রদান করেন। ওই পদে বিসিএসআইআরের বর্তমান চেয়ারম্যান এজাই মোস্তফা নির্বাচিত ডিন ছিলেন। চেয়ারম্যানের পদে তার নিয়োগের কারণে ডিন পদটি খালি হয়।

এসব ব্যাপারে সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক ও বাহালুল মজনুন চুন্নুর কাছে জানতে চাইলে তারা কথা বলতে বিব্রতবোধ করেন। তবে নাম প্রকাশ না করে আরও তিনজন সদস্য জানান, রাত ১২টা ১০ মিনিটের দিকে ভিসি বিষয়গুলো উত্থাপন করেন। এক্ষেত্রে কোন আলোচনা হয়নি। তারা এই ঘটনাকে বছরের অন্যতম ট্র্যাজেডি বলেও আখ্যায়িত করেন। ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে কথা বলা সম্ভব হয়নি। প্রো-ভিসির কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার ছেলের বিষয়টি আলোচনার কথা বলে ভিসি তাকে সভাস্থল ত্যাগের অনুরোধ করেন। নৈতিক কারণে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন। তিনি বলেন, 'এরপর বিনা এজেন্ডায় ও রেফার ব্যাক করা ইস্যুটি সিলেকশন কমিটির পর্যালোচনাধীন থাকা অবস্থায় ভিসি নিজ উদ্যোগে একক্ভাবে গভীর রাতে আলোচনা ছাড়াই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। গণতান্ত্রিক আইনের বলে চলমান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদে আসীন ব্যক্তির কাছে এটা প্রত্যাশিত নয়।'

পদত্যাগ ও চাকরিতে যোগদানের নোটিশ : এদিকে ফলিত পদার্থ বিভাগের ড. জেডএন পারভেজ সাজ্জাদ ও পরিসংখ্যানের ড. মোঃ এনামুল কবিরকে চাকরিতে যোগদানের চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়েছে। তারা অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গিয়ে তারা আর ফিরছেন না। এ অবস্থায় তাদের ৮ সপ্তাহের নোটিশ দেয়া হয়। এর মধ্যে না ফিরলে তাদের চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে। এর বাইরে ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. শিফাতুল কবির পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবারের সিন্ডিকেটে তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। এছাড়া ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে বাধ্যতামূলক ছুটিতে থাকা মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক ড. কামালউদ্দিনকে কাজে যোগদানের অনুমতি দিয়েছে সিন্ডিকেট।